বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/পটুয়াখালী-২৪৮/১১

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪৩২ / ০৭ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়ঃ জনাব নাসিমা বেগম, সহকারী শিক্ষক (কৃষি) কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত তারিখ ২১/০৮/২০২৪খ্রি. বিষয়ে লিখিত বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র জমা প্রদান

সূত্র: ১। জনাব নাসিমা বেগম কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত, তারিখ: ২১/০৮/২০২৪খ্রি.
২। রিট পিটিশন নং ১৪৭২৬/২০২৪ প্রদত্ত আদেশ, তারিখ: ১৪/০১/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলাধীন জালিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব নাসিমা বেগমকে চিকিৎসা ছুটি ভোগের পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মে যোগদান করতে দিচ্ছেন না মর্মে ০১নং সূত্রে বর্ণিত দরখাস্তে জনাব নাসিম বেগম উল্লেখ করেছেন। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক রিট পিটিশন নং ১৪৭২৬/২০২৪ প্রদত্ত আদেশ তারিখ: ১৪/০১/২০২৫খ্রি. এ দরখাস্তটি নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায়, জনাব নাসিমা বেগম, সহকারী শিক্ষক (কৃষি) কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত তারিখ ২১/০৮/২০২৪খ্রি. নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ বিষয়ে লিখিত বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র পত্রপ্রাপ্তির ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ডে জমা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: জনাব নাসিমা বেগম, সহকারী শিক্ষক (কৃষি) এর দরখাস্ত তাং ২১/০৮/২০২৪খ্রি.

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৭/০৪/২৫

প্রফেসর মোঃ আবদুছ ছাত্তার মিয়া
রেজিষ্ট্রার
ফোন: ০২-৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registar@bmeb.gov.bd

০৭/০৪/২৫

সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার
জালিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, দুমকী, পটুয়াখালী;

চলমান পাতা -০২

নং-বামাশিবো/প্রশা/পটুয়াখালী-২৪৮/ ১১ (৮)

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪৩২ / ০৭ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী;
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুমকী, পটুয়াখালী;
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দুমকী, পটুয়াখালী;
৫. জনাব নাসিমা বেগম, সহকারী শিক্ষক (কৃষি), জলিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, দুমকী, পটুয়াখালী;
৬. পি এ টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৭. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি (নথি নং-২৪৮)।

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ০২২২৩৩৬৪৮৭৪
ই-মেইল:dradmin@bmeb.gov.bd

তারিখঃ ২১/০৮/২০২৪ ইং

বরাবর,

রেজিস্ট্রার,

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ জলিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষিকা (কৃষি) পদে চিকিৎসা ছুটির পরে কাজে যোগদান করতে না দেওয়ায় সুপার (ম্যানেজিং কমিটি) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাযথ সম্মানপূর্বক সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আমি নাসিমা বেগম, বিগত ১৭/১১/২০০৩ ইং তারিখে পটুয়াখালী জেলার দুমকি থানাধীন জলিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষিকা (কৃষি) পদে যোগদান করি। আমার ইনডেক্স নং- ৪২০০৪০৯৭, বেতন কোড-১৮, বেতন স্কেল-৮০০০/- (২০০৯)। বিগত ০৬/০৪/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত ৮ বছরের অধিক সময় সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে আছিলাম। পরবর্তীতে বিগত ০৭/০৪/২০১২ ইং তারিখে হঠাৎ আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নিকট ০৩ (তিন) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদনপত্র দিয়ে বরিশালে অবস্থান করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা ও ঔষধপত্র গ্রহণ করি। চিকিৎসক আমাকে ০৬ (ছয়) সপ্তাহের সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অত্র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট বরাবর বিগত ০৭/০৪/২০১২ ইং তারিখে জলিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় চিকিৎসাজনিত ছুটির আবেদন করি। ঐদিন মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট অনুপস্থিত থাকায় তাঁর অফিসে আমি আবেদন পত্রটি জমা দেই এবং রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও তাঁর বরাবর আবেদনটি প্রেরণ করি যা তিনি পরবর্তীতে অফিসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ডাকপিয়ন তিন বার তাঁর কাছে আবেদনপত্রটি নিয়ে গেলেও তা গ্রহণ করেননি। আমার শারীরিক অসুস্থতা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট বিগত ২৯/০৪/২০১২ ইং তারিখে আমাকে অনুপস্থিত থাকার জন্য শোকজ নোটিশ পাঠান। আমি যথাযথভাবেই নোটিশটির জবাব দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যোগদান করার উদ্দেশ্যে বিগত ২৬/০৫/২০১২ ইং তারিখে মাদ্রাসায় গেলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে যোগদান করার অনুমতি প্রদান করেননি। আমি তারপরেও প্রায় ২ মাস ক্লাস নেই। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আমাকে হাজিরা খাতায় ও বেতন শীটে স্বাক্ষর করতে দেয় নাই। এক পর্যায়ে তারা আমাকে ক্লাস নিতেও বাধা প্রদান করে। আমার স্বীয় পদে যোগদান কার্যকর করার গড়িমসি ও বিভিন্ন ভাবে হুমকি-ধামকি প্রদান করে। সময়ক্ষেপণের কারণে আমি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, দুমকি, পটুয়াখালী এর সাথে দেখা করি এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে তিনি আমাকে জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট আবেদন করতে পরামর্শ দেন। এর প্রেক্ষিতে আমি পটুয়াখালী জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর বিগত ৩০/১২/২০১৫ ইং তারিখে আবেদন করি। তিনি আমাকে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সাথে আলোচনা করে সমাধান করতে বলেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সমঝোতা ও আলোচনা করার চেষ্টা করলেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই আমাকে যোগদান করার সুযোগ দেন নাই। এতগুলো বছর ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে বার বার চেষ্টা করেও আমি আমার চাকুরিতে যোগদান করতে পারিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পেশা ও বৃত্তির অধিকার হতে আমি বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতেছি।

অতএব, আপনার সমীপে আমার আবেদন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার সমস্যাটি বিবেচনা করে আমি যেন জলিশা হাজী হাসমত বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষিকা (কৃষি) স্বীয়পদে যোগদান করতে পারি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,

N. Jesmin 21.8.2024

(নাসিমা বেগম)

মোবাঃ ০১৮১৬-৮১৬৯৯২

সংযুক্তি:

১। সহকারী শিক্ষিকা (কৃষি) পদে নিয়োগপত্রের ফটোকপি

২। গত এপ্রিল ২০২৩ইং মাসের সরকারি অনুদানের (MPO) বেতন কপির ফটোকপি।

৩। চিকিৎসা জনিত ছুটির আবেদনের ফটোকপি।

৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী এর নিকট ৩০/১২/২০১৫ ইং তারিখে যোগদানবিষয়ে পেশকৃত আবেদনের ফটোকপি।